যুগান্তর

তারিখ 09 APR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

সকল মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে মেডিকেল শিক্ষার দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরসহ সব কোর্স অভিন্ন একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ও টেকনোলজিস্ট ইন্সটিটিউটকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হবে। বিষয়টি বতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েত উল্লাহকে আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সহযোগী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরকে সদস্যসচিব করে চার সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিনের প্রতিনিধি।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক কাজ হিসেবে কমিটি শিগগিরই মেডিকেল শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একদিনের একটি সেমিনারের আয়োজন করবে। সেমিনারে অভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনার সুবিধা ও সমস্যাদি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে খোলামেলা আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির এক সদস্য জানান, নামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বর্তমানে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল হিসেবেই কাজ করছে। সব প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে কন্ট্রোলার, ডেপুটি কন্ট্রোলার, ইন্সপেক্টর অব কলেজ, বিভিন্ন অনুষদের ডিনসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, শাহবাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ একর পরিত্যক্ত জমি সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে। সেখানেই ১০ তলা ভবন নির্মিত হবে। মূলত ওই ভবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারাও এ পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে বলেছেন, মূলত অধিভুক্তকরণের জন্য সরকারের কাছে তারাই প্রস্তাব করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০১ সালের আগ পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১৮টি প্রতিষ্ঠানের ৭৫টি কোর্স বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধিভুক্ত ছিল। পরে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য মেডিকেল কলেজ ইন্সটিটিউটের স্নাতকোত্তর কোর্সগুলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত থাকবে বলে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত হয়। তারপর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কোর্স নন-মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ভিন্ন কারিকুলামে পড়াশোনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

সূত্র জানায়, বিগত কয়েক বছরের মেডিকেল শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা পর্যালোচনা করে বর্তমান সরকার ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স অভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করার পক্ষে বিশেষজ্ঞদের মতামত পায়।